ছিটে ফোঁটা - ২

সিডনী ছেড়েছি বেশ ক'বছর। এসে দেখি, সব আছে ঠিকঠাক। রাস্তার গিজগিজে ভীড়। মানুষের পা ভরা ধুলো। গা ভরা ঘাম। খাওয়া পরা, বাঁচা মরা নিয়ে মাথা ভরা বিজবিজে চিন্তা। যা ছিল আগেও। সেই শহর। সেই ইট কাঠ পাথুরে কায়দার জীবন। পুরনো। খসখসে। গতানুগতিক। আলাদা করে কিছূ টের পাইনা। দেখি, শহুরে কেতাদুরস্তজন। সোজা চলে। বেঁকে বসে। পুঁচিয়ে কাটে, খুঁচিয়ে খায়। এর সাথে কেন জানি বনিবনাও হয়না তেমন একটা। তবে বেশী বলে খোটা খাওয়ার যেমন ভয় থাকে, থাকে ছাড়তে না পারার বিরক্তিটাও।

ছুটির দিনে ভীড়ভাট্টা কম বলে সামান্য আরাম পাই। এছাড়া মনের মধ্যে হয় 'ভাল্ল-াগেনা' নয় 'ধুত্তুরী' একটা না একটা আছেই। দেখি ধূলোবালি, ভীড় আর গরমের কি আশ্চর্য গেরো! বাজার দর, আর অসহ্য যানজট শহুরে মানুষকে কেমন অনর্থক মারমুখী করেছে, দেখি তাও। মাঝখানে মাঝখানে থাকে এক আাধবেলার হরতাল। তথা বিরোধী দলের দেয়া উচিত শিক্ষা। আর সরকারের কপালে জোটা অলুক্ষনে আপদ। এবং জনগনের ভরপেট বিশ্রাম।

দেখি ক্রমাগত গাড়ীর চাকার ঘষায় নুনছাল প্রায় উঠে যাওয়া রাস্তা ঘাট।। অধৈর্য্যে গাড়ীঘোড়ার বেপরোয়া চলাচল। মানুষেরও । ভাঙ্গা হাত, নুলো পা, কাধে ফেলে রাখা রুগ্ন, উলঙ্গ সন্তান, যার যা আছে তাই নিয়ে এসে দাড়ায়, দামী গাড়ীর জানলা ঘেঁষে। আর কাঁচ চাপড়ে শোনায় ঠিকমত খেতে না পাওয়া আর স্বামী আরেকটা 'বিয়া' করার মত সত্য মিথ্যার পোড়া গল্প। সাধ্যমত অনুনয়ে। সবারই এক সুর। কষ্টও এক।

চোখ রগড়ে দেখি, বিয়ে বাড়ীতে এখনও মধ্যরাত অবধি লোকে বাদ্য বাজায়। কিছুতেই থামানো যায়না অনর্থক চাপিয়ে দেয়া অতি উচ্চতারের সেই আমোদ। পড়শীরা ক্ষেপলেও তেড়ে আসেনা। তারপরেও পরীক্ষার পড়াটা, রোগীর আরামটা, পরিশ্রান্ত মানুষের ঘুমটা, লুকাবে কোন বাক্সের মধ্যে মানুষ? তাই ভাবি।

এখনও ঠিকঠিক ঈদের আগে অতিরিক্ত যাত্রীর অসহ্য ভারে মাঝপথেই তলিয়ে যায় লঞ্চ কিংবা ট্রলার। ঘরমুখী মানুষ প্রানহীন ঘরে ফেরে, অতএব। জন্মের মত নিখোঁজ হয় কেউ কেউ। এভাবেই বাড়তি ভাড়ার নির্ল্জ্জ লোভে মালিক ঝুঁকি নেয় প্রত্যেকবার। যে ঝুঁকি নিতে যাত্রীর জেদও কম থাকেনা। নদীর দুধারের উদ্বিগ্ন জনতা কেবল এই বেদনাদায়ক দৃশ্যে সামিল হয় প্রত্যেকবার। দেখে শোকগ্রস্থ মানুষের নিদারুন

আহাজারি। মর্মান্তিক হলেও ঠেকাতে পারেনা বলে কয়ে আসা এই বিপদকে। কোনভাবেই। এরজন্য আইন কিংবা কঠোর শাস্তি কি আছে, কেউ জানেনা।

দেখি, বাচ্চারা এখনও না বুঝেই কেবল দুলে দুলে মুখস্ত করে ইংরেজী পড়াটা। আর বাংলা সিনেমার নায়কের এক থাপ্পড়ে কাত হয়ে যায় পরপর দশটা গুন্ডা। অনিচ্ছেতেই দেখি, সভা সমিতিতে নেতাদের গরম ঘিলু ঠেলে বেরুনো ভাষন। চটা মেজাজের বেসামাল কথাবার্তা। স্ফীত কন্ঠনালী আর উচূঁ করে দেখানো পাথুরে আঙ্গুলের তর্জন গর্জন!! আহারে কি দেশ!!!
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এখনও হরতাল কিংবা বিক্ষোভের উদোম রনক্ষেত্র। সরকারী উর্দি পরা পেয়াদা সেই মাটিতেই ফেলে বেধড়ক পেটায় ছাত্র কিংবা অছাত্র জনেরে। যেন জ্যান্ত দুশমন। হিচড়ে টানে আর গুতিয়ে তোলে ভ্যান- খাঁচাতে।

এভাবেই দেখি দিন বদলের নামে ছিটেফোঁটা রদবদল মাত্র। সুসভ্য নাগরিকের চোখে নেচে গেয়ে কেমন অনর্থক ধুলো ছিটায় সুসজ্জিত রংবেরংয়ের ভাড়াটে মডেল। ধুরন্ধর বিজ্ঞাপনের বণিকি কারবারে এইভাবে আটকে গেছে সব। ভালোমন্দকে আজ আর আলাদা করে চেনার উপায় নেই। কারে কয় উন্নয়ন, কারে কয় সুশিক্ষা, পরিচ্ছন্নতাইবা কি জিনিষ, কেজানে! সবই যেন দুরগম্য। সময়, সুসভ্য আচরন কে কোথা গ্রাহ্য করে আজ!! মনের কথা আর মুখের কথার মধ্যে কেমন জানি আসমান জমিন ফারাক! কেন যে!

ডালিয়া নিলুফার
প্রাবন্ধিক